যুগান্তর

তারিখ 11 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

চবিতে ডাবল শিফট

শিক্ষার্থীদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ডাবল শিফট চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রচণ্ড ক্ষোভ বিরাজ করছে। অধিকাংশ শিক্ষার্থী এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে নারাজ। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বাড়াতে ডাবল শিফট চালু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। প্রশাসন এ ব্যাপারে যুক্তি দিয়ে বলেছে, আমাদের অধিকাংশ অনুষদের ক্লাস বেলা ২টার আগে শেষ হয়ে যায়। আমরা যদি ২টার পর থেকে ক্লাস শুরু করি তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্লাস গ্রহণ করে অনায়াসে দুই হাজার শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিতে পারব। এতে কোন ধরনের বাড়তি খরচ হবে না। এ ব্যাপারে সিন্ডিকেট মেম্বার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রভাষক মোঃ কামালুদ্দীন বলেন, ডাবল শিফটের ব্যাপারটি একেবারে খারাপ নয়। এ শিফটের ছাত্রদের ওয়েটিং থেকে ভর্তি করা হবে। তবে প্রথম শিফটের চেয়ে সেকেন্ড শিফটে খরচ অনেক বেশি পড়বে। আর দ্বিতীয় শিফটের ছাত্রদের কাছ থেকে অর্জিত টাকার ১০ ভাগ প্রথম শিফটের ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ করা হবে এবং ট্রেন যাতায়াতের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। তাতে এসব সুযোগ সব ধরনের ছাত্রছাত্রী ভোগ করতে পারবে।

কর্তৃপক্ষ ডাবল শিফটের ব্যাপারে ভালো যুক্তি দেখালেও অধিকাংশ শিক্ষার্থী এ সিদ্ধান্তকে ভালো চোখে দেখছে না। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন থেকে শুরু করে অনেক সাধারণ শিক্ষার্থী এ ব্যাপারটিকে অন্য চোখে দেখছে। তারা যুক্তি দেখিয়েছে, এতে সেশনজট আরও বাড়বে। তবে কেউ কেউ আবার এটিকে সুন্দর সিদ্ধান্ত বলে স্বাগত জানিয়েছে। বাংলা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র নোমান বলেন, কর্তৃপক্ষ যদি সোচ্চার হয় তাহলে সবকিছু করা সম্ভব। তারা সচেতন হলে দ্বিতীয় শিফটের ক্লাস চালুসহ সেশনজটমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উপহার দিতে পারবেন। প্রশাসন দ্বিতীয় শিফট চালু করলে আমরাও অনেক লাভবান হব। ফলে ক্যাম্পাস জমজমাট থাকবে এবং দেশে মেধাবীর সংখ্যা বাড়বে। তাছাড়া পরিবহন সুবিধাসহ যাবতীয় সুবিধা আগের চেয়ে বেশি পাব।

ইসলামের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র শাহীন কবীর সবুজ বলেন, আমি ডাবল শিফটের ব্যাপারটিকে সমর্থন করতে পারছি না। কারণ আমরা চবি পরিবারের সদস্য হয়েও অনেক ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। যেখানে কর্তৃপক্ষ আমাদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিতে পারছে না, সেখানে আবার অন্য লোক নিলে আমরা আরও অবহেলার শিকার হব।

ফিজিক্সের ছাত্র শামীম বলেন, কর্তৃপক্ষ একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। তবে আমি আশা করব, বর্তমানের মতো কর্তৃপক্ষ সর্বদা সেশনজটের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে। নোমান, শামীম ডাবল শিফটের ব্যাপারটিকে ভালো চোখে দেখলেও দর্শন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সৈকত দেখছেন অন্য চোখে। সৈকতের মতে, এতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে এবং শিক্ষা বাণিজ্যিকীকরণ হয়ে পড়বে। নানাজনের নানা মতে বর্তমানে ক্যাম্পাসে আলোচিত বিষয় হল ডাবল শিফট। কেউ এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাচ্ছেন, কেউ আবার পক্ষে। তাই প্রশাসনের উচিত হবে এ ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আর প্রশাসন যেন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে খুব সচেতন হয়, এ দাবি সব শিক্ষার্থীর।

● আমানুল্লাহ নোমান শিশির